মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বিএনপি অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: রাজনের সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিল, সাংবাদিক মুস্তাক হত্যার প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন বাস্তবায়নে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, সদস্য মো: মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা সোহাগসহ দলের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আনন্দ র্যালি

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা আনন্দ র্যালি করেছে। গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন থেকে আনন্দ র্যালিটি বের হয়ে মেহেরপুর বড়বাজার চার রাস্তার মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।
পরে সেখানে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহাজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্তাসির জামান মৃদুল, সহ-সভাপতি

দুলাল মাহমুদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জনি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হোসেন আসিফ ও সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ। এ সময় সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকার নাইন বাইজিদসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালী

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঝিনাইদহে আনন্দ র্যালী ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ।
জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সরকারি কেসি কলেজ চত্বর থেকে আনন্দ র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা, বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পুরো অবদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

দর্শনা কেরু’র শ্রমিক-কর্মচারীর নির্বাচনে প্রতীক

বরাদ্দ সম্পন্ন

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, জমা ও বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে। প্রার্থীদর মধ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতীক। এবারর নির্বাচনে ১৩ পদের বিপরিতে ৩০ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বাছাই পর্বে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকাল ৩ টার মধ্যে সকল প্রার্থী দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র। মনোনয়নপত্র ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যা ৬ টায়। রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় নিধারিত থাকলেও কেউ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেনি।
আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ইতোমধ্যেই গত পরশু রাত ৮ টার দিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। গতবারের ভোটারের তুলনায় এবার বেড়েছে ৮৭ জনের ভোট। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি তয়ব আলী (চাঁদতারা) ও ফিরাজ আহমদ সবুজ (হারিকেন), সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান (বাইসাইকেল) ও সাবক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (ছাতা), সহ-সভাপতি পদে বর্তমান সহ-সভাপতি মাস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমদ (মোরগ), এএসএম কবির (হাতপাখা) ও আবু সাঈদ হাসন (মাছ) সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন (কাপ-পিরিচ), ইসমাইল হাসন (তালা চাবী), একরামুল হক খলিল (ফুটবল) ও আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছেন।
তাছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের ৯ জন সদস্য পদের বিপরিতে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ১ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সলিম খান (বালতি) ও সালাউদ্দিন শাহ সনেট (ডাব), ২নং ওয়ার্ডে সদস্য প্রার্থী বাবর আলী (বেলচা) ও আমিনুল ইসলাম (ডাব) ৩ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে শরিকুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (ডাব)। ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে ইয়ামিন হক (আখর আঁটি) ও মতিয়ার রহমান (ডাব), ৫ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সাইফুদ্দীন (ডাব) হারিজুল ইসলাম (আখর আঁটি)। ৬ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা), মজিবর রহমান (ডাব), নুরুল ইসলাম (আখের আটি) ও মাহন আলী (হাতুড়ি)। ৭ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে আজাদ আলী (হাঁতুড়ি), জহিরুল ইসলাম (আখের আটি), মফিজুর রহমান (বেলচা) ও ইদ্রিস আলী (কাঁঠাল) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চয়ারম্যান হিসেব দায়িত্ব পালন করছেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাবিক হাসান, সদস্য সচিব মিলর, মহাব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, সদস্য উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আবদুল ফাত্তাহ, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ প্রকশলী) আবু সাঈদ ও জুনিয়র অফিসার (ভূমি) জহির উদ্দিন।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নৌকার প্রার্থী গেলেন বিএনপি প্রার্থীর অফিসে

গত রবিবার কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়র পদে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
নির্বাচিত হওয়ার পরদিন গতকাল সোমবার সন্ধ্যা আটটার দিকে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের মাহবুবার রহমানের অফিসে গিয়ে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন বিজয়ী নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
এ সময় দু’জনকেই বেশ হাস্যেজ্জ¦ল দেখা যায়। একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ভোটের আগেও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুল আলম আশরাফ বিএনপি প্রার্থী অফিসের গিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করেন। নৌকা প্রতীকের মোঃ আশরাফুল আলম আশরাফ বলেন, নির্বাচনে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। কালীগঞ্জ পৌরবাসীর উন্নয়নে সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে চাই। সবাই ভেদাভেদ ভুলে কাজ করবো। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।
গত রোববার অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ১৯ হাজার ৪২৭ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ধানের শীষ প্রতীকের মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ১৫০ ভোট।

দামুড়হুদার আব্দুল কাবিল হুজুরের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার গুলশান পাড়ার হাফেজ আ: কাবিল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নাইল্লাহি……রাজিউন)।
জানা যায়, গতকাল সোমবার ভোর রাত ৪টার দিকে ঢাকা শেওড়াপাড়ার বড় মেয়ের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত কারি আ: করিমের
ছেলে হাফেজ আ: কাবিল দামুড়হুদার গুলশান পাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতো। তিনি বিভিন্ন ব্যবসাও করতেন। বরিশালের চরমোনার পির সাহেবের ওরশ মেবারক শেষে তিনি ঢাকায় যান। গত রোববার বড় মেয়ের বাড়িতে যান। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমানোর সময় শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৮বছর।
তিনি স্ত্রী, তিন মেয়েসহ বহু গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল সোমবার বাদ আছর দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে জানাজা শেষে দামুড়হুদা ব্রাকমোড় কবরস্থানে তার দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। তার জানাজা নামাজে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামাতের আমির আনোয়ারুল হক মালিক, সেক্রেটারি অ্যাড. রুহুল আমিন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা সেলিম উদ্দিন বগা, দেশ ইট ব্রিক্সের পরিচালক হাজি আ: কাদির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি আ: সবুর, মাও. আ: ছাত্তারসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
তারা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

গাংনীতে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ তুলে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি জামায়াত ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টায় গাংনী হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, মেহেরপুর জেলা ছাএলীগের সহ-সভাপতি ফয়সাল জাহান শিশির, হুমায়ন কবির লিখন, ফিরোজ আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাইহানুর জামান নিরব, মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মাসুদ রানা মিল্টন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তপু রায়হান রবিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, উপ-দপ্তর সম্পাদক শাহিন রেজা, মোঃ লিজন হোসেন, সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশিকুর জামান সবুজ, ছাত্রলীগ নেতা শুভ আহমেদ, নাছিম আহমেদ, ইমন আহমেদ, শিশির, সাহারুল, তোহিদ, শামিম, আরাফাত, তুষার ইমরান, সাব্বিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় নৌকা প্রার্থী শেফালী বেগম বিজয়ী

বিস্তর ব্যবধানে বিজয়ের উল্লাসে জনস্রোতে ভাসছে শৈলকুপা। ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ ভোটের মধ্যে নৌকার দলীয় প্রার্থী শেফালী বেগম ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮’শ ১৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি বিস্তর ব্যবধানে বিএনপি দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এ্যাড. হুমায়ুন বাবর ফিরোজকে পরাজিত করেছেন। বেসরকারীভাবে শেফালী বেগমকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
গত বছর ৪ নভেম্বর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও (আমৃত্যু) উপজেলা

চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর মৃত্যুতে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়। শুরু হয় নতুন গুঞ্জন, কে পাচ্ছেন দলীয় টিকিট? ১০ হেভিওয়েট প্রার্থীর লবিং গ্রুপিং আর প্রতিযোগিতার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্খিত নৌকা প্রতীক লাভ করেন প্রয়াত বীরমুক্তিযোদ্ধা সোনা শিকদার পত্মী শেফালী বেগম। পৌরসভাসহ উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ জন ভোটার নিয়ে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিপরীতে ধানের শীষ নিয়ে বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা থানা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড. হুমায়ন বাবর ফিরোজ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪৪৫২। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিচুর রহমান আনারস প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৭৫ ভোট।
অপরদিকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হুমায়ুন বাবর ফিরোজ বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি তার নিজস্ব ফেসবুক আইডিতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ তার কোন অভিযোগ আমলে নেয়নি এবং প্রশাসনিক সহযোগীতা করেনি বলে মন্তব্য করেন। একই সাথে গত পৌরসভা নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডের স্থগিত থাকা কাউন্সিলর পদে ৬৭৮ ভোট পেয়ে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন সাইফুল ইসলাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর শওকত আলী ৫৬২ ভোট পেয়েছেন। উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জুয়েল আহম্মেদ জানান, ১২০টি কেন্দ্রে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোন প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ জানায়নি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

আবারও কালীগঞ্জের নগর পিতা নির্বাচিত হলেন আশরাফ

৫ম ধাপে ২৮ তারিখ গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন- নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম

আশরাফ।
আশরাফুল আলম আশরাফ পেয়েছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯ হাজার ৩২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ¦◌ী ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৪ ভোট। এছাড়াও স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান পেয়েছেন ২ হাজার ৮১৬ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের মোঃ নুরুল ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ৪৭১ ভোট।
এছাড়াও সাধারাণ কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন (পুরুষ): ১নং ওয়ার্ড- মোঃ রাশেদুল হক রিগান, ২নং ওয়ার্ডে মোঃ রুবেল মিয়া, ৩নং ওয়ার্ডে মোঃ আশরাফুজ্জামান রনি, ৪ নং ওয়ার্ডে বদিউজ্জামান সাজু, ৫নং ওয়ার্ডে মনিরুজ্জামান (বিনা প্রতিদ্বন্দি¦তায়), ৬নং ওয়ার্ডে মোঃ নাসির উদ্দিন লিটন, ৭নং ওয়ার্ডে মোঃ মুক্তার হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান সজল ও ৯নং ওয়ার্ডে মোঃ ফিরোজ আহমেদ সেন্টু।
নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয় ।
উল্লেখ্য এই সর্বপ্রথম কালীগঞ্জে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ।
সাধারণ ভোটারদের মতামত গ্রহণ করলে তারা জানান, ইভিএমে ভোট প্রদান খুবই সহজ মনে হয়েছে তাদের কাছে। তারা কোনো ধরনের চাপ ছাড়াই খুব সুন্দর ভাবে ভোট প্রদান করেছেন।
প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসাররা জানান, সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে তার ভোট গ্রহণ করতে পারছেন। তবে ইভিএমে ভোটিং পদ্ধতিতে নতুন ভোট দেওয়ায় কিছু ভোটারের সমস্যা হয়েছে তবে তা সমাধানের চেষ্টা করা হযেছে।
কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহফুজুর রহমান জানান, দুই একটি অনাকাঙ্কিত ঘটনা ছাড়া ভোটের পরিবেশ ভালো ছিলো। ভোটাররা নিরাপদে ভোটে কেন্দ্রে এসেছেন ও ভোট দিয়েছেন।
কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ বিজয়ী হয়েছে।

একজন ইউপি সদস্যের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা

মুজিববর্ষ সফল করতে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে আশরাফুল ইসলাম নামের একজন ব্যক্তি নৌকার তৈরি গাড়ি বহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও চেতনা শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরতে তার এই উদ্যোগ।
আশরাফুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা।
তিনি ঐ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের একজন ইউপি সদস্য।
ইঞ্জিন চালিত যানে নৌকা তৈরি করে তার উপরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ফুটিয়ে তুলেছে। সাথে নৌকার গায়ে বীরশ্রেষ্ট দের ছবি লাগিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসা জনগণের মনে বিশাল সাড়া জাগিয়েছে।
নৌকাবহর গাড়ি যেখানেই দেখছে জনগণ সেখানে ভীড় করে তার সাথে স্বাক্ষাত করছে। কেউ কেউ গাড়ির সাথে নিজেদের ছবি মোবাইলে আবদ্ধ করে রাখছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসাকে সাধুবাদ জানিয়েছে অনেকেই।
আশারাফুল ইসলামের কাছে এমন একটি উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে বড় হয়েছি। আমি চাই এখনকার ছোট বাচ্চারাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হোক। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানাতে আমার এই উদ্যোগ গ্রহণ।
তিনি জানান, আমি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আমাদের গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭মার্চ এর ভাষণের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরি। কিন্তু এতে করে শুধু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। বাইরের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে না। তাই বাইরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরতে আমি আজ সরাসরি রাস্তায় নেমেছি।
ঝিনাইদহ সদর থেকে রওনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর এসেছি। মুজিবনগর থেকে ঘুরে যেয়ে কালীগঞ্জের ভিতর দিয়ে আবার ঝিনাইদহতে ফিরে যাবো।